নারীর বিরুদ্ধে নারীঃ
পুরুষতন্ত্রেরই কৌশল

নন্দিনী হোসেন

'নারীরাই নারীর সব চেয়ে বড় শত্রু' এই ধরণের একটা কথা সমাজে চালু আছে বটে ! প্রায় ই রসিয়ে রসিয়ে যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারেও নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই আপ্তবাক্যটি আউড়ে থাকেন। অনেকে করেন জেনে বুঝে ,কেউ কেউ আবার না বুঝেই করেন। সাতরং এ জেনীর লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে,তিনি ও পুরুষ তন্ত্রের কৌশলেরই শিকার। যদি ও তার লেখায় অনেক তিক্ত সত্য আছে,যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্ত এই তিক্ত সত্য গুলোর মূল কারণ কি তা কি আমরা কখন ও ভেবে দেখি ? একটু গভীর ভাবে যদি আমাদের সমাজের নানা দিক গুলো বিশ্লেষণ করা হয়-তাহলে যে কারো চোঁখে ধরা পরবে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলার নীতি কি করে নেওয়া হয়েছে যুগ যুগ ধরে। তা হোক নারী পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অথবা নারী সংক্রান্ত অন্য যে কোন সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপার গুলোতে।

জেনির উল্লেখ করা বিষয় সাদা মাটা ভাবে দেখলে অবশ্য তাই মনে হবে যে-যে কোন পরিবারে নারীই নারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারীর মূল ভূমিকা পালন করে থাকে । কিন্তু নীচে উল্লেখিত বিষয়ের দিকে আলোকপাত করলে হয়ত তাতে ভিন্ন চিন্তার ও সুত্র পাওয়া যেতে পারে।

নারীর সীমাবদ্ধ পৃথিবী ঃ- আমাদের সমাজে এখন ও নারীর পৃথিবী সাধারণত আবর্তিত হয়ে থাকে পরিবারে পুরুষের সাথে তার সম্পর্ক কে কেন্দ্র করে। যেমন বিয়ের আগে পিতা,বিয়ের পর সংগী এবং শেষ বয়সে ছেলে। এই তিন ভাগেই একজন নারীর জীবন কাটে। মূলত তাদের মনোজগতে নানা টানাপোড়েন চলে এই তিন জনের সাথে তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। তাই কেন্দ্রে থাকা এই পুরুষদের ঘিরেই তাদের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ,সুখ - অসুখ , নিয়ে একজন নারী তার হিসেব মেলাতে থাকেন । পক্ষান্তরে কোন পুরুষের জীবন কি কখন ও কোন এক জন নারী কে ঘিরে আবর্তিত হয়? নারী জীবনের গন্ডি কত টা সংকীর্ণ করে দিয়েছে পুরুষ তান্ত্রিক এই সমাজ,তা খোলা মনে একবার ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। নারী ও যে একজন মানুষ, এই মূল্যায়ণ করে যদি সমাজ পুরুষের মতই সমাজে বা পরিবারে তার স্বাধীন ভুমিকা রাখতে দিত,তাহলে একজন নারী শুধু সাংসারিক এই ক্ষুদ্র গন্ডি টুকুর ভিতর হাবুডুবু খেয়ে- অন্য নারীর সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি,রেশারেশি করে সময় কাটাত না। ভাবতে অবাক লাগে এই যুগে এসে নারী তার ভেতরের শক্তি এবং মেধার কি করুণ অপচয় হতে দিচ্ছে। আমাদের বয়স্ক নারী দের কাজ কি?তারা ঘর সংসারের বাইরে নিজের কোন আলাদা জগৎ কি কখন ও তৈরী করতে পারেন? নাকি তাকে সে সুযোগ কখন ও দেওয়া হয়েছে ?

এটা ঠিক একজন মা ছেলে কে বিয়ে দেওয়ার পর যখন দেখেন, অন্য একজন নারী এসে ছেলের অধিকারে ভাগ বসাচ্ছে, তখন তিনি এটা স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারেন না। এই নিতে না পারার পিছনে তার মনস্তাত্বিক কারণ বুঝতে হবে । একজন নারী প্রথম জীবনে নতুন সংসারে এসে পুরুষ সঙ্গী সহ অন্যান্য দের বৈরী আচরণ সয়ে নিয়ে সংসার করতে থাকেন। মানসিক ভাবে নিজের ছেলের প্রতি তখনই তার অবচেতনে এক ধরনের নির্ভরতা গড়ে উঠে। তার স্বপ্ন আখাংকা সব লতার মত বেড়ে উঠে এই ছেলেকে কেন্দ্র করেই। ভবিষ্যৎ সুখ স্বপ্ন তিনি নিজের মনে অজান্তেই লালন করেন ছেলেকে ঘিরে। কারণ এ ছাড়া তার আলাদা কোন জগৎ নেই। তার নিজস্ব কোন কাজ,অর্থাৎ শুধুই নিজের জন্য বলতে কিছু কখন ও থাকে না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সংসার থেকে সেই অর্থে তার ছুটি নেই। তিনি কখন ও সংসার থেকে আলাদা সময় বের করে নেওয়ার কথা চিন্তা

করতে পারেন না। তার মন মানসিকতা সে ভাবে গড়ে উঠেনি। মোট কথা মানুষ হিসেবে তার যে আলাদা সত্বা আছ তা নিয়ে তিনি কখন ও ভাবতে শিখেন নি। আজন্ম একজন নারী একটা গন্ডি কাটা ছকের ভিতর দিয়ে জীবন পরিচালনা করেন। সেই কারণেই সাংসারিক ক্ষুদ্র সংকীর্নতার উর্দ্ধে উঠা অনেক ক্ষেত্রেই তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যে মা ছেলের বৌ এর সাথে এমন আচরণ করেন,খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে তিনি আসলে মনের গভীরে এক ধরনের হতাশায় এবং হারানোর ভয়ে ভোগেন। জীবনে সফল একজন মা কিন্তু এই ধরনের আচরণ তার পুত্র বধুর সাথে সাধারণ ত করেন না। তাই আমাদের ভাবতে হবে সামগ্রিক ভাবে। যে সব নারী অন্য নারীর সাফল্যে হিংসা বিদ্বেষ এ ভোগেন,তার পিছনে ও কিন্তু তার হীনমন্যতা বোধ কাজ করে। সমাজ তাকে যদি মানুষ হিসেবে পূরূষের মতই সমান অধিকার দিত, তবে নারীর মনে এই সব অযৌক্তিক হীনমন্যতা বোধ জন্ম নিত না।

আসলে সমস্যার মুলে আছে নারী কে গৃহকোণে বন্ধি রেখে,তার মনো জগৎ কে পংগু করে রাখার কূট কৌশল। তাদের আশা আখংকা কে অবদমিত করে রাখা হয় অস্বাভাবিক উপায়ে। এক জন মা নিজে যখন সারা জীবন পরিবারে নানা ভাবে বঞ্চিত হন,তখন তিনি নিজে ও একই ধরনের অত্যাচার নির্যাতন চালান-তার কারণ মনস্তাত্বিক দের বিশ্লেষনে দেখা যায় যে-যে নিজে ভিক্টিম হয়,সে কিন্তু সুযোগ পেলে সেই এক ই কাজ অন্যের সাথে করে। যেমন ,কোন মানুষ নিজে যখন ছোট বেলায় কোন ধরনের শারিরীর মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়,তখন বড় হয়ে সে একই নির্যাতন চালাতে পারে বাঁচ্চাদের সাথে। অর্থাৎ সেই সম্ভাবনা বেড়ে যায় ।

ধর্মীয় ইন্ধন ঃ- আমাদের বাংগালী মুসলমান নারীরা এমনিতেই ধর্ম বাতিক । (হিন্দু ধর্মের ব্যাপারেও একই কথা খাটে) একটু বয়স হয়ে গেলেই দেখা যায় এই বাতিকটা বহুগুণ বেড়ে যায়। তখন নতুন আসা পুত্র বধুদের উপর ধর্মের নাম করে ও চলে অত্যাচার নির্যাতন। ধর্ম যেমন তার নিজের স্বাধীনতা পদে পদে হরণ করেছে ,তিনি ও নারী হয়ে অন্য নারী কে ও সেই শিক্ষাই দেন। একজন মা যখন তার নিজের অত্যাচারিত মেয়েকে সামান্য মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে তার সংসারে ফিরে যেতে চাপ দেন,তখন কিন্তু তিনি সামাজিক দিক গুলো ছাড়া ও ধর্মীয় বোধ দ্বারা ও তাড়িত হন। তিনি ধরেই নেন মেয়েকে প্রশ্রয় দিলে তিনি নিজে ও পাপী হবেন ! নারীর কাজ ই যেহেতু তার বিবাহিত সঙ্গী কে যে কোন মূল্যে সন্তুষ্ট রাখা ,তাই মা বাবার কাছে আশ্রয় চাইতে ছোটে আসা মেয়েকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সহজ ভাবে মেনে নেওয়া হয় না। মা অপরাধ বোধে ভুগেন এই ভেবে যে তিনি মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়ে গুনাহর কাজ করছেন !এ ব্যাপার গুলো কিন্তু উড়িয়ে দেবার মত বিষয় নয়।

আজকের শিক্ষিত নারীরা ও বা কজন তার জীবন নিজের মত করে চালাতে পারে ? যদি নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী নিজের জীবন টা গড়ে নিতে পারত,বা সে সুযোগ তাদের দেওয়া হত - নারীর নামে এই অপবাদ এবং তাদের দমিয়ে রাখার নানা পুরূষতান্ত্রিক কৌশল বন্ধ করা হত,তাহলে নারী ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠতে পারত বলে আমার বিশ্বাস। যতদিন নারীর মানুষ হিসেবে তার নিজস্ব জগৎ তৈরী না হবে,তত দিন পর্যন্ত নারীর বিরুদ্ধে নারীকে লেলিয়ে দিয়ে তাদের অধঃস্তন করে রাখা সহজ হবে । এই Vicious Circle থেকে কে বের হতে হলে অবশ্যই সচেতন নারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে । পরিহার করে চলতে হবে পুরূষের শেখানো নারী বিরোধী কতকথা । জানতে হবে নিজেকে । আমূল বদলাতে হবে নারীর প্রতি পুরূষ তান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গী।